রাজা সরকার

অনন্ত নিদ্রার তিথি

ভেতরে ভেতরে জেগে আছে আজও এক টুকরো আঁচলের গন্ধ
কেউ জানে না কেন দৌড়োচ্ছে বালক সেই গন্ধের পেছনে
আধমরা পৃথিবীর সকল কুরুক্ষেত্রে আজ অনন্ত নিদ্রার তিথি

মানুষের হাত থেকে একদিন পড়ে যায় অমূল্য দস্তানা, তুমি
খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছো কোথায় এই লৌহ নির্মিত স্বরাটের পথে
মানুষের কোল থেকে তো একদিন তুমিই ছিটকে গিয়েছিলে
ভেতরে ভেতরে তুমিই তো একদিন কন্দমূলের মতো ছিলে ঘুমিয়ে
গোধূলির কান্না শুনে সকলেই জেনে যায় আমলকী গাছের ছায়ায়

তোমাকে একদিন শুইয়ে রেখে গিয়েছিল যারা, তারা আর ফেরেনি
তুমি আধপাকা ফলের মতো নিঃসঙ্গ বৃক্ষকে জড়িয়ে আছো ভয়ে

জেনে গেছ আজও পৃথিবী আগাগোড়া এক ভয়েরই অভয়াশ্রম।
একটি না-ভাঙা কাঁচের চুড়ি দিয়ে এখানেই কাউকে বিদেহী
করা হয়েছিল, জন্ম সাক্ষী করে নদীচরেই হয়েছিল
কারো নির্ঘুম সমর্পন, আজ হয়তো আর চেনা যায় না তার ভূগোল
বা ইতিহাস— না যাক, এই জবাকুসুম অরণ্যই আজ মর্মর সাক্ষী—
পৃথিবীর অর্থ সঞ্চারের জন্য উৎকীর্ণ এক নিগূঢ় শ্রমের ইতিহাস
যেখানে খুঁজে পেয়েছে নিরক্ষর যাতনার ভেতর স্থবির সাদা ভাত।

সেলাইকলের সংসার

সকল প্রতীক জড়িয়ে ধরে যতটা সম্ভব আত্মহত্যা করো
অচল গুহাচিত্রে খুঁজে দেখ জীবন্ত সেলাইকলের সংসার
গার্হস্থের লিঙ্গপরিচয়ের ছাই মাখা শিশুদের নরম আহ্লাদ
তখন হয়তো না শুনেও শুনতে পাবে নারীকণ্ঠের বর্ণনা
মৃৎ-সঙ্গে মিশে থাকা নাড়িকাটার কোনো কোমল আখ্যান।
আত্মভুক এই জীবনে ফিরে আসাটাই সবচেয়ে সহজ ভুল
ঘৃণার কুম্ভিপাক অন্যত্রও আছে, অশরীরী চাবুকের দাগ নিয়ে
ধাতব হাতে হাতরাখা মানুষ কাকে খুঁজছো— শরীর না অশরীর
ক্ষুরের নিহিতার্থ ভাষা, না-ভাষার নিহিতার্থ ক্ষুর, শুধু কেটে গেল
বোঝা গেল না— শুধু মেঝে ভেসে গেল লাউডগার রক্তে!